মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম স্মরণসভা শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের প্রান্তিক জনপদ সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে ‘শোলমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে’ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা, দুস্থ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুগান্তর মেহেরপুর প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে অলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুর রহমান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, ভোরের কাগজ প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুখ রূপক প্রমুখ। পরে মিলাদ মাহফুল অনুষ্ঠিত হয়। দোওয়া পরিচালনা করেন- বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোস্তাক আহম্মেদ।

মেহেরপুরে এশিয়ান টিভির সাংবাদিক জনি আর নেই

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি (৪০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে আদালত চত্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমান জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য ।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) মোখলেছুর রহমান পলাশ বলেন, মিজানুর রহমান জনি মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফেকশনে ( সিভিআর -হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বুধবার দিবাগত রাতের ভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে গাংনী থানার পৃথক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে নিরাপদ সবজি বিক্রয়

কেন্দ্রের উদ্বোধন

‘ ‘উত্তম কৃষি চর্চা’’ অনুসরণে উৎপাদিত কীটনাশকের বিষক্রিয়ামুক্ত নিরাপদ সবজি বিক্রয়ের েলেক্ষ নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী সবজি বাজারের কিফাত সবজি ঘরে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) এর তত্বাবধানে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আবব্দুর রউফ, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপ পরিচালক কামরুল আলম, সহকারি পরিচালক Ñ(প্রশিক্ষণ) আশরাফুল আলম মন্ডল, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি ইউনিটের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ তরিকুল ইসলাম, গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমুখঃ

‘নিরাপদ সবজি গ্রহন করুন,সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করুন,এ প্রতিপাদ্যে গাংনী উপজেলা শহরে দ’◌ুটি নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র চালু করলো পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

উদবোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, উচ্চ মাত্রায় ক্ষকির রাসায়নিক বালাইনাশক ও সার ব্যবহার করে উৎপাদিত সাক-সবজি পাওয়ার কারনে মানবদেহে চর্মরোগ, প্রতিবন্ধকতা, বন্ধাত্ব, ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপসহ আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব দিক বিবেচনা করে জৈব সার, জৈব বালাইনাশক, ফেরোমন ফাঁদ, রঙিন ফাঁদ বিষটোপ, পরিচ্ছন্ন চাষাবাদের মাধ্যমে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে যে সবজি উৎপাদিত হয় এগুলোকে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় উপযোগী হবে। এতে গাংনীসহ আশপাশের এলাকার মানুষ নিরাপদ সবজি পেতে সহায়ক হবে। গেল বছরেও গাংনী হাসপাতাল বাজারের ওসমান সবজি ঘরে আরও একটি নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র চালু করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

মুজিবনগর ইউএনও’র নাজির কাম ক্যাশিয়ার সাগরের বিরুদ্ধে মামলা

মুজিবনগর উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ার রবিউল ইসলাম সাগরের বিরুদ্ধে এবার আদালতের মামলা দায়ের করেছে মেহেরপুর শহরের গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ফরহাদ মল্লিক।

মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। যার মামলা নং সিআর ৪৮৭/২০২৩, তারিখ ১০/০৭/২০২৩।

আসামি রবিউল ইসলাম সাগর মেহেরপুর শহরের মুখার্জিপাড়ার মৃত মোজাম্মেল হকের ছেলে।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার দুস্থ্যদের মধ্যে তৈরী পোশাক বিতরনের কথা বলে ফরহাদ মল্লিকের গার্মেন্টস দোকান থেকে রবিউল ইসলাম সাগর ৫০ হাজার টাকার তৈরী পোশাক কেনেন। টাকা পরিশোধের জন্য চলতি বছরের ১২ জানুয়ারী আসামির নামীয় জনতা ব্যাংক লি: মেহেরপুর শাখায় ৫০ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন। যার চেক নং ৮৭০৩৭২৪, হিসাব নং ১৬২৩৫। ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে গেলে ওই একাউন্টে কোনো টাকা নেই বলে ব্যাংক জানায়। পরে ২২/০৫/২৩ তারিখে ডিসঅনার সনদ প্রদান করে।

এঘটনার পর মামলার বাদী ফরহাদ মল্লিক আসামি রবিউল ইসলাম সাগরকে টাকা প্রদানের জন্য লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। লিগ্যাল নোটিশ পাওয়ার পর আসামি বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক ভয়ভীতি দেখায়। জেল খাটানোর ভয়ভীতিও প্রদর্শন করেন। ফলে বাদ্য হয়ে বাদী ফরহাদ হোসেন আদালতের আশ্রয় নিয়ে তার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেন। ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারায় অপরাধ করার অভিযোগ এনে এই মামলাটি দায়ের করেন বাদী।

দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির ৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি

কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

গাংনীতে ফেসবুকের ফেক আইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ফেক আইডি তৈরি করে এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উল বাসার তাপসকে নিয়ে কুরুচিকর ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করায় অপরাধ বার্তা নামের একটি আইডির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল রাতে গাংনী থানায় বাদী রেজ আন উল বাসার তাপস স্বশরিরে হাজির হয়ে এ অভিযোগ দাখিল করেন।
বাদীর অভিযোগ, গত ৭ জুলাই দিবা গত রাত্র ১২.১৮ মিনিট এর সময় অজ্ঞাত নামা ৪/৫ জন আসামীরা ‘অপরাধ বার্তা’ নামক ফেসবুক আইডির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তি অনলাইন ব্যবহার করে আমার ফেসবুক প্রোফাইল আইডির ছবি আমার অনুমতি বিহীন সংগ্রহ করিয়া লেখালেখি করিয়া বলে যে, “এনটিভির” মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাঃ রেজ-আন-উল-বাসার তাপস এর গাঁজা সেবন। এমন আরো ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন বলিয়া অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা তাহাদের সঠিক পরিচয় গোপন করিয়া এহেন অন্যায় কর্মকান্ড করিয়া আমাকে সমাজের চোখে হেও প্রতিপন্নসহ আমার মান সম্মানের ক্ষতি করেছেন।

এমনকি অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে তাহাদের ফেইক ফেসবুক আইডির অনলাইন ব্যবহার করিয়া রাত্র অনুমান ৯.৪৯

মিনিটের সময় আমার কন্ঠ সুপার এডিট করিয়া অপপ্রচার করেন যে, পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে” এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাঃ রেজ-আন-উল-বাসার তাপসের অশালীন ভাষায় গালী “এহেন মিথ্যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া সমাজের চোখে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করিয়া আমার অনুমতি বিহীন উপরোক্ত কর্মকান্ড করিয়া অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা আমার কোটি টাকার উর্দ্ধে মান সম্মান হানী করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার কারনে আমার পদ- পদবীসহ সমাজের মানুষের চোখে আমার প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং মান সম্মানের হানি ঘটেছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উল বাসার তাপসের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু

সরকারিভাবে প্রচার প্রচারনা না থাকায় মেহেরপুর জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু আশংকা। জেলায় এ বছর এই পর্যন্ত সরকারিভাবে মোট নয় জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আর ৪ জন বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। বর্তমানে সবাই সুস্থ্য হয়েছেন। যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই প্রাইভেট চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ক্ষেত্রবিশেষে অতিথি চিকিৎসকরা চেম্বার থেকেই রোগীকে অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার্ড করে দেন, ফলে মেহেরপুরে প্রকৃত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কত এর সঠিক তথ্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে নেই।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার জানিয়েছেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন,’ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে একটি ডেঙ্গু কর্নার ও ৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি ডেঙ্গু ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। প্রয়োজনে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। হাসপাতালে যেকোনো জ্বরের রোগী আসলেই তাদের আগে ডেঙ্গু কর্ণারে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরে জরুরি বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে।

বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আই সি ইউ তে তুষার নামের একজন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ১০ জুলাই একজন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এর বাইরে মেহেরপুরের তাহের ক্লিনিকে একজন চিকিৎসাধীন আছেন। অন্যরা নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গুর সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকারি হাসপাতালে এখন থেকে বিনামূল্যে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করা হবে। তবে প্রজ্ঞাপনজারির পর থেকে এই সুবিধাটি কার্যকর করা হবে।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্নারে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. তাসমেরী খাইরুন নাহার বলেন, ‘জ্বর হলেই ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবেনা কারণ ডেঙ্গুতে ব্যথার ওষুধ দেয়া যায় না। তাই আমার পরামর্শ জ্বর হলেই আপনারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান অথবা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য চলে আসুন, এখানে সুচিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।’

সিভিল সার্জন মেহেরপুর জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন,’এখন পর্যন্ত জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে ভালো। মেহেরপুর জেলাতে এ বছর এখন পর্যন্ত মোট নয়জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছেন, তারা সকলেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে একজন রোগী সদর হাসপাতালের আইসিইউ এ ভর্তি আছেন। সার্বিক ভাবে জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সন্তোষ জনক বলে জানান তিনি।’

গাংনীতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সাংবাদিক কন্যা স্নেহার ১ম স্থান অর্জন

মেহেরপুরের গাংনীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বি আর লাইসিয়াস স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী নুরে জান্নাত স্নেহা। স্নেহা গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেলের কন্যা।

আজ বুধবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় খ বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে স্নেহা। উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা অসংখ্য আবৃত্তি প্রতিযোগীদের মধ্যে স্নেহা প্রথম স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা এবং আল মাসুম।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু প্রতিযোগীতার স্থান পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

উপজেলা পর্যায়ে বিজিত প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

গাংনীতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বাস্থ্য উন্নয়নে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলীপি প্রদান করা হয়েছে। বুধবার (১২ জুলাই) বেলা ১১ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন বর্তমান সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগানের বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য অবস্থান কর্মসুচী পালন করা হয়।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জরুরী দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম, স্বদেশ সীড এর ব্যবস্থপনা পরিচালক মাজেদুল হক মানিক, গাংনী গণিত পরিবারের সভাপতি সাইফ হাসান কৌশিক, সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু,মীর শামিম প্রমূখ।

অবস্থান কর্মসূচী শেষে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলীপি প্রদান করা হয়।